কালের কণ্ঠ

তারিখ ২১ DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নতুন বেতন কার্যকর গত জুলাই থেকে

মূল্যায়নের শর্তে হাতে পেতে দেরি হবে

আজিজুল পারভেজ ▷

অন্যান্য সরকারি চাকরিজীবীর মতো নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুদান-সহায়তা নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়নের তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় এমপিও দেওয়ার শর্ত হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও শিক্ষকদের যোগ্যতা মূল্যায়নের শর্ত আরোপ করায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষক নেতারা।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর যে গেজেট হয়েছে গত ১৫ ডিসেম্বর, তাতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। এ নিয়ে দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অবশেষে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে গতকাল। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য যে অষ্টম বেতন কাঠামো হয়েছে, তার সব সুযোগ-সুবিধা এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও পাবেন। সম্প্রতি যে গেজেট হয়েছে তাতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়টির উল্লেখ না থাকায় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। আশা করি এই প্রজ্ঞাপনের পর আর বিভ্রান্তি থাকবে না।'

নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বকেয়া বেতন কবে থেকে বা কিভাবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি শিক্ষামন্ত্রী। তবে তিনি বলেন, শিক্ষকরা কবে থেকে নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পাবেন সে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা যখনই সুবিধা পাবেন তখন অন্য চাকরিজীবীদের মতো জুলাই থেকেই পাবেন।

নতুন বেতন কাঠামোতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ গত ২১ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিল, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

মূল্যায়নের শর্তে হাতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের যোগ্যতাভিত্তিক অনুদান-সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নক্রমে প্রাপ্য অনুদান-সহায়তা নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন তারিখ অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর করা সমীচীন হইবে।' উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করেই গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বাজেট শাখা) মজিবুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়েছে।

কোন প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও শিক্ষকদের যোগ্যতার মূল্যায়ন হবে, কবে সম্পন্ন হবে, কবে থেকে শিক্ষকরা নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পাবেন—এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মজিবুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে একটি কমিটি এই মূল্যায়নের কাজটি করবে। তবে এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে তিনি মন্ত্রণালয়ের এমপিও শাখা কিংবা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

যোগাযোগ করা হলে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা-এমপিও শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব রুহী রহমান বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নতুন করে মূল্যায়নের খুব একটা সুযোগ নেই। যোগ্যরাই এমপিও পেয়েছেন, এখন বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং যারাই এমপিওভুক্ত আছেন তাঁরা নতুন বেতন কাঠামোর এমপিও সুবিধা পাবেন। এ নিয়ে কোনো অস্পষ্টতার সুযোগ নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'শিক্ষকরা অন্যান্য সরকারি চাকরিজীবীর মতো জানুয়ারি থেকেই নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পাবেন। অর্থ মন্ত্রণালয় শর্ত আরোপ করলেও আমরা এ ব্যাপারে সবার সঙ্গেই কথা বলেছি। সুতরাং কোনো সমস্যা থাকছে না।' তিনি বলেন, 'নতুন সুবিধায় অর্থ ব্যয়ের হিসাব আমরা এ মাসের মধ্যেই প্রদান করব, সে অনুযায়ী জানুয়ারি মাসেই বরাদ্দ পাওয়া যাবে।'

চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর ধরা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবীরা আগামী জানুয়ারি মাসে নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন। জুলাই থেকে পাঁচ মাসের বকেয়াও পাবেন তাঁরা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের শর্তের কারণে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের। শিক্ষক আন্দোলনের নেতারা বলছেন, অর্থ মন্ত্রণালয় এমপিও দেওয়ার ক্ষেত্রে যে শর্ত দিয়ে আসছিল তা থেকে সরে না আসায় নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি বলেন, 'আমরা নিঃশর্তভাবে নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা দাবি করে আসছি। এখন কোনো শর্ত দিয়ে বিলম্ব করার চেষ্টা হলে আন্দোলন ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। নিঃশর্তভাবে ১ জুলাই থেকে সরকারি সুবিধা প্রদান করা হলে আমরা সরকারের প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাব।'

এদিকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা ১ জুলাই থেকে প্রদানের ঘোষণায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু প্রমুখ।

বর্তমানে দেশের ২৬ হাজার ৭০টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চার লাখ ৭৭ হাজার ২২১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত রয়েছেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এমপিওভুক্তি খাতে সরকারের খরচ হয়েছে সাত হাজার ১৯৫ কোটি টাকা। এ অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে মনে করে অর্থ মন্ত্রণালয়।

ড. ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের সুপারিশে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে বলা হয়, 'কমিশন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন সহায়তা বৃদ্ধি ছয় মাস পরে বাস্তবায়নের সুপারিশ করছে এই শর্তে যে, বেতন ও চাকরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ছয় মাসের মধ্যে এমপিও স্কিমের একটি ত্বরিত বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ফলাফল দৃষ্টে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের স্বীকৃত অংশবিশেষ সরকারি কোষাগারে জমাদান সাপেক্ষে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।'

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ বেতন সরকার দিচ্ছে, এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টিউশন, ভর্তি, পুনঃভর্তি ফিসহ যেসব আয় করছে তা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া সাপেক্ষে নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।